সংবাদ

তারিখ ... 27 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ

শিক্ষার মান নিয়ে শঙ্কা

রাকিব উদ্দিন

পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করে রীতিমতো তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠদান করানোর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও এই শিক্ষাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

প্রস্তুতি ছাড়াই এই পদক্ষেপ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শিক্ষার্থী অভিভাবক

এছাড়াও পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে মোট ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হলেও সেগুলোতে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল মিলেনি। ওইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে গেছে। কারণ ওইসব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।

বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি ও মাদ্রাসার জেডিসি পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা। কিন্তু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় এই পরীক্ষা নিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বোর্ডের মাধ্যমেই। কারণ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন শিক্ষা বোর্ড নেই।

এসব বিষয়ের সমাধান না করে তড়িঘড়ি করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কারণে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে বলে শিক্ষা বিশ্লেষক ও শিক্ষকরা আশঙ্কা করছেন।

এসব ব্যাপারে রাজধানীর মিরপুর বাঙলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও জাতীয় শিক্ষক পরিষদের সভাপতি বদর উদ্দিন হাওলাদার সংবাদকে বলেন, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লজিস্টিক সাপোর্ট (ভৌত অবকাঠামো) যেমন নেই, তেমনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকও নেই। মোটকথা- হঠাৎ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে।'

নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনা- সবকিছুই নতুন করে সাজাতে হবে। নিয়োগ দিতে হবে স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের জন্য বিশেষভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। অথচ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

এছাড়াও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এই সরকারের আমলে জাতীয়করণ হওয়া প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক

শিক্ষার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষার : মান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে মোটেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানসম্মত পাঠদান সম্ভব নয় বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। তাদের মতে, নামকাওয়াস্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করলেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হবে না। আর নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন থাকা প্যানেলভুক্ত প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান সম্পন্ন হলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে শঙ্কা আরও বাড়তে পারে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। কারণ প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের বেশিরভাগেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা ছিল মেয়েদের জন্য এইচএসসি পাস ও ছেলেদের জন্য বিএ পাস। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে- আজ হোক, কাল হোক প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতেই হবে। তবে এখন নামেমাত্র অষ্টম শ্রেণী করা হয়েছে। এটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে আরও ৪/৫ বছর সময় লাগবে। কারণ এর জন্য নলেজ বেইজড সিলেবাস (আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সূচি) তৈরি করতে হবে, প্রণয়ন করতে হবে নতুন পাঠ্যক্রম। নিয়োগ দিতে হবে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষক দিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠদান সম্ভব নয়।'

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা আছে। সেই আলোকেই গত ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, মূলত প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের অতিমাত্রায় আগ্রহের কারণে তড়িঘড়ি করে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ঘোষণা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, বর্তমানে যে অবস্থায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, ঠিক সেভাবেই আপাতত চলবে। এতদিন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার নজরদারি করত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন থেকে দেখভাল করবে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরীক্ষামূলক উদ্যোগ সফল হয়নি :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, ২০১৩ সালে ৫০৩টি এবং ২০১৪ সালে ১২৪টি অর্থাৎ মোট ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হলেও পরীক্ষামূলক ওই উদ্যোগ সফল হয়নি। কারণ শিক্ষক স্বল্পতা, অবকাঠামো স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল না থাকা এবং অভিভাবকদের অনাগ্রহের কারণে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

শিক্ষানীতিতে ২০১১-১২ অর্থবছর প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার অর্থাৎ এ শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করার কথা থাকলেও তা হয়নি। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়। পরে আরও প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর জন্য পৃথকভাবে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সবমিলিয়ে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৩ হাজার ৮৬৪টি। সরকারের হিসেবে দেশে বর্তমানে কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

প্রাথমিকে দু'রকম পাঠ্যবই :

২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় দু'রকম পাঠ্যবই পড়তে হবে ছাত্রছাত্রীদের। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়বে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্রের পাঠ্যবই এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়বে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের বই। অথচ দুটি স্তরই প্রাথমিক শিক্ষা। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কারিকুলাম প্রণয়ন না করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের কারণেই এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা মনে করছেন। এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা সংবাদকে বলেন, নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন না হওয়ায় কিছুটা সমস্যা হবে। তিনি জানান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নতুন কারিকুলাম প্রণয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান এবং এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে কো-চেয়ারম্যান করে একটি পরামর্শক কমিটি গঠনের কাজ চলছে। এই কমিটি গঠন হলে কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন হবে, যারা প্রাথমিক স্তরের জন্য নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করবেন।